"গীতারত্ন" শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত

পার্থসারথি

ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা

PARTHASARATHI :: RNI 5158/ 60 :: Published as e-magazine on 24.04.2020 during Nationwide Lockdown

প্রথম অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই বৈশাখ, ১৪২৭

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

লেখক	বিষয়
আমাদের কথা	সম্পাদকীয়
প্রীতি কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার
অন্তরোপলব্ধির স্বাক্ষর	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
"সাবিত্রী" থেকে	শ্রীঅরবিন্দ
শ্রীঅরবিন্দ ও নূতন মানবজাতি	শ্রী অনিলবরণ রায়
লকডাউন	সুনন্দন ঘোষ
হে নূতন এসো	শান্তশীল দাশ
মায়ের লেখা থেকে	কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়
অনন্য সুন্দরী লদ্দাখ	শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র
অজপা জপ	শ্রী শম্ভু চট্টোপাধ্যায়

DO NOT COPY

আমাদের কথা

স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অস্থির ভারতবর্ষে মানবতার বাণী ও দেশাত্মবোধের শিক্ষা প্রচার করতে আষাঢ়, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (ইং জুলাই, ১৯৬০) শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ প্রকাশ করলেন পার্থসারথি ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা। ব্রিটিশদের কূটনীতি আর কিছু ভারতীয় রাজনীতিকের ক্ষমতার লোভ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে। শ্রী অরবিন্দ ভারতবিভাগের বিরোধী ছিলেন। ধর্মের নামে আত্মঘাতী লড়াই, দারিদ্র্য, কর্মহীনতা সমগ্র জাতিকে গ্রাস করছিল। গীতার শিক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পথ, শ্রীঅরবিন্দের সাধনাকে জনমানসে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে পার্থসারথি পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁর সীমিত সামর্থ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একটি পত্রিকার যে বিভাগগুলো সাধারন মানুষকে আকৃষ্ট করে, যেমন দলীয় রাজনীতির আলোচনা, খেলার খবর, নাটক সিনেমার চর্চা – এর কোনটিও কোনদিন এই পত্রিকায় ঠাঁই পায় নি। তাই পার্থসারথি কোনদিন বাণিজ্যিক ভাবে সফল পত্রিকার দলে জায়গা করে নিতে পারেনি। কিন্তু শ্রীপার্থসারথির কৃপায় এই পত্রিকার কখনও লেখক আর পাঠকের অভাব হয়নি।

আগামী ১৪২৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় পার্থসারথি পত্রিকা ৬০ বছরের যাত্রা পূর্ণ করে ৬১তে পদার্পণ করবে। এই দীর্ঘ সময়ে কখনও কোন পরিস্থিতিতেই পত্রিকার প্রকাশ ব্যাহত হয়নি একদিনের জন্যও। কিন্তু ১৪২৭ বঙ্গাব্দ বা ২০২০ সাল পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সাক্ষী। কোভিড-১৯ নামক এক অজানা অণুজীবের কাছে মানুষের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রতিহত হয়েছে। সারা বিশ্বে আর্থিক ও সামরিক বলে বলীয়ান দেশগুলোয় মানুষের মৃত্যু এখন পর্যন্ত দেড় লক্ষাধিক। ১৩৫ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষে লকডাউন চলছে গত ২৪শে মার্চ, ২০২০ রাত্রি ১২টা থেকে। অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, সাধারণ দোকান, শপিং মল, যানবাহন, ট্রেন, মেট্রো – সব বন্ধ। বন্ধ পার্থসারথির মুদ্রন। পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখতে তাই অনন্যোপায় হয়ে এই বিশেষ সময়ে আমাদের সিদ্ধান্ত অন্তর্জাল সংখ্যা প্রবর্তন করার।

পার্থসারথি পত্রিকার নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রকাশ করার প্রস্তুতি চলছিল কয়েক মাস ধরেই। পারিবারিক ও ব্যবহারিক নানা ঘটনার চাপে বিলম্বিত হচ্ছিল কাজের গতি। বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের আঘাত যখন পত্রিকার প্রকাশনার উপরেও নেমে এলো, তখন আমাদের দায়িত্ব হল বিকল্প পথের সন্ধান করা। ৬০ বছরের ঐতিহ্যকে অটুট রাখা।

পেরেছি আমরা। হয়ত অকল্পনীয় পরিশ্রম করতে হয়েছে খুব অল্প সময়ে একটা বইকে অন্তর্জালে যথাযথ ভাবে রূপদান করতে। সেই সাধনা আজ সিদ্ধির স্পর্শোন্মুখ। দেশব্যাপী লকডাউনের ভবিষ্যৎ মেয়াদ এই মুহূর্তে অনিশ্চিত। ছাপার অক্ষরে পার্থসারথির প্রকাশের সম্ভাবনাও জিজ্ঞাসার মুখে। এই পরিস্থিতিতে পার্থসারথির অন্তর্জাল প্রকাশনাকে আমরা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবো আপনাদের সহযোগিতা, শ্রী প্রীতিকুমারের আশীর্বাদ ও পরম কারুণিক শ্রীপার্থসারথির কৃপায়।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার !!! জয়তু পার্থসারথি !!!

DO NOT COPY

–ঃ প্রীতি কণা ঃ–

জীবনে গীতার মাধ্যমে যোগ সাধনার প্রথম দীক্ষা পিতৃদেবের কাছে। তিনিই এই সংসার জীবন- সংগ্রামে সারথি ছিলেন ও আছেন। যোগের মূল যে শিক্ষা – তাঁর কাছেই পাই। জীবনের সকল বাধা বিঘ্নর যে বৈতরণী – তা পার হতে পেরেছি তাঁরই কৃপায়। তারপর জীবনের নানা ধাপে পেয়েছি এক একজন সাধক ও মহাপুরুষের সান্নিধ্য, সাহচর্য ও কৃপা। অনিলবরন দিয়েছেন গীতা প্রচারের প্রেরনা, ধর্ম প্রচারের সহায়তা, অফুরন্ত স্নেহ ও কৃপা। তাছাড়া জীবনে শত শত লোকের সংস্পর্শ এনে দিয়েছে বিমল আনন্দ ও সুখ। প্রতিটি জীবনের স্পর্শই আমার হৃদয়ের একটি আফোটা ফুলকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। তেমনি প্রতিটি জীবনের স্পর্শ অনেক বেশি করে আমার চৈত্য পুরুষকে জাগ্রত করেছে।, নিয়ে গিয়েছে অধ্যাত্ম জীবনের আরো গভীরে। তাই প্রতিদিনই, প্রতি মুহূর্তই উপলব্ধি করেছি সেই পরম পুরুষের সান্নিধ্য, উপস্থিতি ও স্পর্শ। কখনও কখনও তিনি আমাকে পূর্ণভাবে এই সংসার থেকে পৃথক করে নিয়েছেন – তিনি আমাকে একাত্মভাবে চান বলে। সংসারের সমস্ত কিছু থেকে অনেক উর্ধে তুলে ধরেছেন, তাঁর কাজ পূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য।

অন্তরোপলব্ধির স্বাক্ষর : : শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

বেস ক্যাম্প
১৩০০০ ফিট
১৮.০৬.১৯৬৬
বিকেল ৬টা

অভিন্নহৃদয়েষু,

এই হয়ত আমার এখানকার শেষ চিঠি। এই চিঠিতে থাকবে আমার অন্তরোপলব্ধির স্বাক্ষর। যদি আমি কোনও দিন তোমার কাছে নাও থাকি তুমি তখন আমার চিঠিটা পড়বে। জানবে অন্তত একটি দিন হাজার হাজার ফিট উপর থেকে তোমার অত্যন্ত প্রিয়জন তোমাকে তাঁর নিজের কথা ব্যক্ত করতে পেরেছে । অন্তত একটি দিন সে তোমাকে তাঁর মনের সত্য ব্যক্ত করেছে ।

এখানে এসেছিলাম শেখবার আগ্রহ নিয়ে । শিখেছি – দেখেছি – পেয়েছি অনেক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যা পেলাম তা গত ১০ বছরের মধ্যেও পাইনি। যাও আগে ছিল, সংসারের আবর্তে কোথায় তা হারিয়ে গেছে। আমি আবার তা ফিরে পেয়েছি।

তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মহান। আমি এ উপলব্ধিকে পেয়েছি এখানে এসে। আমি প্রতিদিনের এই কঠোরতার মধ্যে তোমাকে পেয়েছি সমব্যথি হিসাবে। আমি পড়ে গেছি, কেঁদেছি, আবার উঠেছি। আবার দেখেছি দুটি হাত আমাকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ যে কি যন্ত্রনা, তুমি বুঝতে পারবে না। নিত্য হাহাকার করে বেড়াচ্ছে আমার মন। এ তো আমি ফিরে গিয়ে আর পাবোনা। আমি এখানে এসে ঈশ্বর পাইনি – কোনও অধ্যাত্ম অনুভুতি পাইনি।

DO NOT COPY

আমি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তোমাকে পেলাম। আমি তুষারধবল শিখরে তোমার ধ্যানস্থ মূর্তি দেখেছি। আমি বারবার পড়ে গিয়ে তোমার হাতের স্পর্শ পেয়েছি। আমি অচেতন হয়ে তোমার করস্পর্শ মাথায় অনুভব করেছি। আমি এমন করে আর কোনওদিনও তোমায় পাইনি। এই একমাসের জীবনে তুমি আমাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছ। তোমাকে আমার প্রনাম।

আমি কোনওদিনও তোমাকে প্রানের দোসর হিসাবে চাইনি। তুমি পুজনীয়, আমি ভক্ত, এই ভাবে চেয়েছি। সে চাওয়া আমার সার্থক হয়েছে। তাই তোমার যে কোনও ভক্তের চেয়ে আমি ভাগ্যবতী এ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। তাই আজও সবকাজে এগিয়ে যাবার সাধের অন্ত নেই।

সবচেয়ে বড় কথা হোল আমি প্রতিপদে তোমার উপস্থিতি অনুভব করেছি। আমার নীরবতাকে অনেকে অহংকার অনেকে ক্লান্তি মনে করেছে। কিন্তু আমার সত্যানুসন্ধান তো কাউকে ব্যক্ত করবার নয়।

সংসারের আবর্তে আমরা ভুল করি, ক্রুদ্ধ হই – কিন্তু ঈশ্বর তো আমাদের ত্যাগ করেন না। তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার পরমবন্ধু । তুমি যেন চিরদিন আমাকে পথ দেখিয়ে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাও – হিমালয়ের বুকে এই আমার প্রার্থনা।

আজ শেষ করি। অনেক কথা বলবার রইল। কিছু গোপন করব না।

ভালবাসা নিও।

তোমারই শ্বেতা

* (শ্রীপ্রীতিকুমারকে অ্যাডভান্স কোর্সের বেসক্যাম্প থেকে লেখা পত্র)

"সাবিত্রী" থেকে **শ্রীঅরবিন্দ**

অন্ধকার যখন গাঢ়তর হয়ে
পৃথিবীর বুক পিষে ধরে,
মানুষের দেহগত মনই যখন একমাত্র প্রদীপ,
তখন রাত্রিতে চোরের মত হবে তার
গোপন পদক্ষেপ,
অলক্ষিতে প্রবেশ করবে যে ঘরের ভিতরে,
কষ্টশ্রুত কন্ঠ এক বলবে কথা,
অন্তর মেনে নেবে তাকে;
শক্তি এক লুকিয়ে মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে,
এক ইন্দ্রজাল, মাধুর্য এক, জীবনের বদ্ধ দুয়ার খুলে ধরবে,
সৌন্দর্য বশীভূত করবে প্রতিরোধী জগতকে,
পৃথিবীকে সহসা অধিকার করবে ঋতম্ভর জ্যোতি,
ভগবানের গুপ্ত অভিসার হৃদয়কে
রভসানন্দে অভিসিঞ্চিত করবে,
পৃথিবী অপ্রত্যাশিতভাবে পরিণত হবে দিব্যরূপে।

(সাবিত্রী # ১ – ৪)

DO NOT COPY

শ্রী অরবিন্দ ও নূতন মানবজাতি

শ্রী অনিলবরণ রায়

শ্রী অরবিন্দ শতবার্ষিকী বৎসর ১৯৭২ সালের ২রা এপ্রিল শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে নিম্নলিখিত বাণীটি দিয়াছেন:-

শত শত বৎসর ধরিয়া মানবজাতি এই সময়টার অপেক্ষা করিয়াছে। আজ সেই সময় উপস্থিত। তবে ইহা কঠিন।

আমি তোমাদিগকে শুধু ইহাই বলিনা যে, আমরা এখানে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি আরাম ও আমোদ প্রমোদ করিতে।; এখন তাহার সময় নহে। আমরা এখানে রহিয়াছি নূতন সৃষ্টিটির জন্য পথ প্রস্তুত করিতে।

শরীরটিতে কিছু ত্রুটি রহিয়াছে, আমি সক্রিয় (active) হইতে পারিতেছি না, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। আমি বৃদ্ধা হইয়াছি বলিয়া নহে (শ্রীমার এখন বয়স ৯৫ বৎসর), আমি বৃদ্ধ নহি, আমি বৃদ্ধ নহি। তোমাদের অধিকাংশের অপেক্ষা আমি তরুণ। আমি যে নিষ্ক্রিয় (inactive) তার কারণ শরীরটা নিজেকে রূপান্তরের জন্য অর্পণ করিয়াছে। চৈতন্য (consciousness) নির্ম্ল রহিয়াছে, আর আমরা এখানে রহিয়াছি কাজের জন্য; আমোদ প্রমোদ পরের কথা। এসো, এখানে আমরা আমাদের কাজ করি।

তাই আমি তোমাদিগকে সেইটি বলিবার জন্য দাকিয়াছি। যাহা পার গ্রহণ কর, যত পার কাজ কর।

আমার সাহায্য তোমরা পাইবে। সকল আন্তরিক চেষ্টায় যথাসম্ভব সাহায্য পাইবে। সেইটিই আমি বলিতে চাই। এখনি বীরত্বের সময় আসিয়াছে। সাধারণত লোকে যাহা জানে, সে বীরত্ব নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত হওয়া আর যারা বীর হইবার আন্তরিক সঙ্কল্প করিয়াছে তারা সকল সময়েই ভগবানের সাহায্য পাইবে। এই হল কথা।

তোমরা এখন এখানে রহিয়াছও, অর্থাৎ পৃথিবীতে রহিয়াছও, কারণ তোমরাই এই সময় ঠিক করিয়া এখন পৃথিবীতে আসিয়াছ সেটা তোমাদের এখন আর মনে নাই, কিন্তু আমি জানি। সেইটির জন্যই তমরা আজ এখানে, এই পৃথিবীতে। মনে মনে রাখো, এই কাজটির চূড়ায়
উঠিতে হইবে, সকল সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, সীমার বন্ধন জয় করিতে হইবে, আর সবের উপর তোমার অহংকে (ego) বলিতে হইবে "তোমার দিন গিয়াছে"। সেইটিই আমার চাই; সেই ভগবদ চৈতন্য যাহা নবজাতিকে গড়িয়া তুলিবে জেন যথাকালে অতিমানবের আবির্ভাব হয়। আমরা চাই একতা নতুন জাতি যার অহং (ego) থাকিবে না। -- শ্রীমা

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন, শ্রীমা এখানে সেইটিরই পুনরুক্তি করিতেছেন – কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমার সকল সমস্যার সমাধান হইবে। তুমি যোগী হও। অর্জুন বলিলেন, যোগ সাধনা অতি কঠিন জিনিষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে "মহাবাহো" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমিতো বীর, কঠিন বলিয়া পিছাইয়ো না। সকল রকম বাসনা কামনা ত্যাগ কর, নিজের জান্যা কিছু চাহিয়ো না, "আমি" "আমার" ভাব ছাড়িয়া দাও, নিরাশী নির্মম হ, ভগবানের কাজ করো। জগতটা ভগবানের, নিষ্কামভাবে সাধ্যমত জগতের হিতের জন্য কাজ করো, তাহা হইলেই সাক্ষাত ভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে, তখন তুমি যেখানেই থাকও, আর যাহাই করো, তোমার আর পতন হইবে না।

আজ এই শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকীতে পৃথিবীর উপর এক সর্বক্ষম দিব্যশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে – নবজীবন গঠনের জন্য যে আন্তরিক ভাবে তাঁর সাহায্য চাহিবে, সেই তাহা পাইবে।

DO NOT COPY

গীতার এই শিক্ষা অনুসরণ করিলে মানুষ যে মানব মনের সব ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে মুক্ত হইয়া একটি ঊর্ধচেতনার মধ্যে, ভগবদ চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে পারিবে, গীতায় অর্জুনের শেষ কথায় সেইটিই সূচিত হইয়াছে –

নষ্ট মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করীষ্যে বচনং তব।। ১৮/৭৩

মনবুদ্ধি লইয়া বহু সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে ক্রমবিবর্তনে নিম্নতর প্রাণী হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, মানুষ তার বুদ্ধির আলোকে যে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছে তাহা চরম সীমায় উপস্থিত। এই সভ্যতার যত গুনই থাকুক, ইহা দোষ ও ত্রুটিতে পূর্ণ, মানুষের আত্মা ইহাতে তৃপ্তি পায়না। জগতে ক্রমবিবর্তনের ধারায় ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ হইতেছে, মানুষ আসিয়াও তাহা পূর্ণ হয় নাই। সে জন্য মানুষকে তার মন বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া এক ঊর্ধতর চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে হইবে, যাহাকে অতিমানস চৈতন্য (Supramental consciousness) বলা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের মনেরই পূর্ণতম বিকাশ হইলে তবেই সে অতিমানসের মধ্যে উঠিতে পারিবে – মানুষের মন কতদুর আলোকিত হইতে পারে, গীতার শেষে অর্জুনের এই কথাটিতেই তাহা সূচিত হইয়াছে। অর্জুনের সকল মোহ দূর হইয়াছে, যে অহংভাব মানুষের মনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অর্জুন তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যে অহংভাবের বশে আমরা আমাদিগকে এই ক্ষুদ্র দেহেই সীমাবদ্ধ দেখি জগতের আর সব কিছু হইতে নিজেকে একটি পৃথক সত্তা বলিয়া মনে করি – অর্জুন তাহা ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, তিনি যে ভগবানের অংশ, ভগবান হইতেই আসিয়াছেন, সেই স্মৃতি এখন তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন। মানুষের মন কোন সত্যকে ঠিকভাবে, পূর্ণভাবে ধরিতে পারেনা, এক দিক দেখে তো অন্য অনেক দিক অদেখা থাকে, তাই তার সংশয় কখন দূর হয়না, ঠিকভাবে কাজও সে করিতে পারেনা। অজ্ঞানের বশে সঙ্কীর্ণ বাসনা কামনার তৃপ্তির জন্য মানুষ কাজ করে, তাই সে কখনও প্রকৃত সুখ শান্তির সন্ধান পায় না। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন –

তোমারি বিশ্ব আনন্দময় শোভা সুখপূর্ণ আমি।
আমি আপন দোষে পাই হে বাসনা অনুগামী।

অর্জুনের অহংভাব দূর হইয়াছে, তিনি আর বাসনার বশে চালিত হইবেন না। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। মানুষের মন যখন এইরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন মনের মধ্যে থাকিয়াও মানুষের হইবে দিব্যজ্ঞান – এইটিই ছিল গীতার আদর্শ আর এই আলোকপ্রাপ্ত মনকেই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন Mind of Light । গীতার শিক্ষা অন্তত দুই হাজার বৎসর পূর্বে প্রসারিত হইয়াছিলও, তবু আজ পর্যন্ত মানুষ সমষ্টিগতভাবে ঐ চৈতন্যের মধ্যে উঠে নাই, উঠিতে পারে নাই – আজ সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাই শ্রীমা বলিয়াছেন, শত শত বৎসর ধরিয়া মানবজাতি এই সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। গীতার পরে যীশুখ্রিস্ট, মহম্মদ প্রভৃতি নবীরাও মানবজাতির এই নবজীবনের বানী প্রচার করিয়াছেন। আজ সেই সময় উপস্থিত। ইহার জন্য দৃঢ় সংকল্পের সহিত চেষ্টা করিতে হইবে। সাধনা করিতে হইবে, তাহার পথ প্রণালী গীতাই উৎকৃষ্ট ভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। যাহাতে আপামর জনসাধারণ গীতার শিক্ষাটি ঠিকমত বুঝিয়া জীবন ও কর্ম তাহা দ্বারা গঠন করিতে পারে, সকলের জন্য সেই সুযোগ করিয়া দেওয়াই আজ মানুষের প্রধান কাজ।

(১৩/৩)

DO NOT COPY

লকডাউন

সুনন্দন ঘোষ

স্বেচ্ছা নির্বাসন !!!
ঝড় নেই, বন্যা নেই, দাঙ্গা নেই, নেই রাজরোষ,
তবুও লুকিয়ে আছি চার দেওয়ালের আড়ালে।
স্বজনের দ্বার রুদ্ধ, আমন্ত্রণ নেই প্রিয়তমা রমণীর চোখে,
দূরত্ব দূরত্ব দূরত্ব ------
পথের সাথে দূরত্ব, নদীর সাথে দূরত্ব, হৃদয়ের মাঝে দূরত্ব।
“সো শ্যা ল ডি স ট্যা ন্সিং ”।

এক অজানা অণুজীব ছিন্নভিন্ন করে দিল আমাদের অহং-এর বর্ম,
ল্যাপটপের কি বোর্ড ছেড়ে বারবার চোখ রাখি টিভির পরদায়।
প্রতিরাতে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃতের মিছিল উদ্বিগ্ন পৃথিবীতে।
বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি,
নড়ে যাচ্ছে বিশ্বাসের ভিত,
চেতনায়, অবচেতনায়।
অজানা আশংকায় কাটে দিন, কাটে রাত।
মোবাইল অসময়ে বেজে উঠলে ঘাম নামতে থাকে শিরদাঁড়া বেয়ে।

এতদিন দেখেছি সম্রাজ্ঞী জনতার মুখ থেকে মনে অনুক্রমণ করেন।
হঠাৎ বদলে যাওয়া পৃথিবীতে এখন আর মুখ নেই কারো।
আনুগত্য, লোভ, ক্রোধ মুখোশের আবরণে।
মৃত্যুর ছায়ায় শাসক শোষিত সাম্যময়।

হে নূতন এসো

শান্তশীল দাশ

হে নূতন, এসো চির সুন্দর বেশে,
তোমারে বরণ করি।
এসো, তুমি এসো প্রীতি প্রসন্ন হেসে
তোমারে বরণ করি।
দিকে দিকে ধরো স্নিগ্ধ দীপের আলো,
অন্তর হ’তে মুছে দাও যত কালো,
জাগাও জীবন অতৃপ্ত ভালবেসে,
তোমারে বরণ করি।

এনে দাও তুমি আশাহত প্রাণে আশা,
তোমারে বরন করি।
মূক জনে দাও নব জীবনের ভাষা,
তোমারে বরন করি।
মলিনতা হতে জীবন মুক্ত করো,
পতিত জনের দুটি হাত তুলে ধরো,
দাও জনে জনে বুক ভরা ভালবাসা,
তোমারে বরন করি।

DO NOT COPY

মায়ের লেখা থেকে

কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

দরকার শুধু আকুতি –
প্রজ্বলন্ত অভীপ্সার হোমকুণ্ড
করে তোলা চাই এ জীবন কে ...
জীবনযজ্ঞের
আগুন যেন ক্ষণিকের জন্য ও না নেভে ...
দুরন্ত প্রাণের
সমস্ত বাসনাকে
কদর্য সব আবেগ অনুভবকে
এক এক করে নির্মম সুদৃঢ় হস্তে
নিক্ষেপ করতে হবে আগুনের লেলিহান শিখায় ...
একটিও যেন আর আমাদের সত্তার
নিভৃত কোণের আরামের অজুহাতে
জীবিত না থাকে ...
তারপর?
তখন দেখতে পাবে
ধীরে ধীরে চেতনার ভূমিতে
এক আশ্চর্য আলোর ইঙ্গিত ফুটে উঠছে ...
যদিও তা খুবই ক্ষীণ ...
মনে হয় যেন সে আলো কোন সুদূর পারের ...
তবুও সাধারণ চেতনা ছাড়িয়ে
এক কণা সত্য চেতনার আলো
তোমার মাঝে ধরা দিয়েছে জানবে ...
তখন আর তোমার মধ্যে থাকবে না
কামনার সেই শ্রান্ত একঘেয়ে টানা পোড়েন ...
পক্ষপাতের নির্লজ্জ দাসত্ব ...
জীবনের দুর্নিবার কোন লোলুপ আকর্ষণের প্রতি
অসহায় আত্মসমর্পণ ...
তখন আর থাকবে না
পছন্দ অপছন্দের সেই প্রাণহীন নাগরদোলায় অবিরাম দুলুনি ...

যারাই জীবনে ক্ষণিকের জন্যও স্বাদ পেয়েছে এই সত্য চেতনার –
তারা তখন প্রতিদিনের জীবনপ্রবাহে হয়ে যায়
কত না শান্ত ... স্তব্ধ ...
মহানীরব প্রশান্তিতে নিত্য সমাহিত ...

জীবনে এই অপূর্ণ অবস্থাটি পেতে চাইলেই
অনেক দূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত থাকতে হবে ...
অনেক – অনেক দূরের
কোন এক নাম-না-জানা পথের বাঁকে
মেলে এমন এক অপরূপ আলোর আভাস ... *

---

* ২১/১২/১৯৫০ সালে খেলার মাঠে প্রদত্ত শ্রীমার বাণী অবলম্বনে লিখিত

DO NOT COPY

অনন্য সুন্দরী লদ্দাখ **শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র**

লদ্দাখ বর্তমানে কেন্দ্র শাসিত রাজ্যও। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত তুষারাবৃত এই রাজ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। কাশ্মীরের মত এরও সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এই লদ্দাখে একটি অসাধারণ লেক বা হ্রদ সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই হ্রদের নাম সো মোরীরী বা লেক মাউন্টেন। সমুদ্র তট থেকে ১৪,৮৩৬ ফিট উঁচুতে এর অবস্থান। এই হ্রদের বিস্তার অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৫ কিলোমিটার। হিমালয়ের কোলে সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম হ্রদ। এই হ্রদের অন্যতম বৈশিষ্ট এই যে এখানে প্রায় ৩৪ রকমের প্রজাতির পাখিদের আবাসস্থল। এই পৃথিবীতে অসংখ্য হ্রদ দেখা যায়, কিন্তু লদ্দাখের ঐ হ্রদের মত এমন সুন্দর স্বচ্ছ জল অন্য কোন হ্রদে বিদ্যমান কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বরফে ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট হ্রদের মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে এর অবস্থান সারা বিশ্বের পর্যটকদের বিস্মিত করে। এর জল এত স্বচ্ছ যে ঐ জলে নিজের চেহারা আয়নার মত দেখা যায়। পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং যারা নেয়, তাদের কাছে লেহ ও লদ্দাখের ট্রেনিং সেন্টার খুব পছন্দ। উদয়পুরকে হ্রদের নগরী বলা হয়। কিন্তু সৌন্দর্য ও ট্রেকিং সেন্টারের কারণে লেহ ও লদ্দাখ জগত বিখ্যাত। মোরীরী ছাড়া আর কয়েকটি হ্রদ লেহ ও লদ্দাখে অবস্থিত। এর মধ্যে সো-কার বিশেষ বিখ্যাত। এই হ্রদের এক ভাগের জল লবণাক্ত কিন্তু অন্য ভাগের জল পানযোগ্য। দক্ষিণ লদ্দখে স্থিত এই হ্রদের তাপমান ঋতু অনুসারে পরিবর্তিত হতে থাকে। গ্রীষ্মকালে এই স্থানের তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আর শীতকালে তাপমাত্রা কমতে (-)১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। লেহ থেকে কার হ্রদ প্রায় ১৬০ কিমি দূরে অবস্থিত। লদ্দাখের বিশেষ পরিচিত হ্রদ প্যাংগং, লেহ থেকে প্রায় ২৫০ কিমি দূরে অবস্থিত। এটি অধিক উষ্চতায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং সুন্দর লবণাক্ত হ্রদ। এই হ্রদের ১/৩ অংশ পড়েছে ভারতবর্ষের সীমানায় এবং বাকি ২/৩ অংশ চীন অধিকৃত তিব্বতে। এর স্বচ্ছ জলে যখন প্রভাতী সূর্যরশ্মি পড়ে তখন সূর্যের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের রঙের পরিবর্তন হয়। সত্যই এই হ্রদের প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীলতা অবর্ণনীয়। ইয়ারব লেক একটি অতি সুন্দর মনোরম হ্রদ যা লদ্দাখের গর্ব এর জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে। নুব্রা উপত্যকার পানামিক গ্রামের নিকটে অবস্থিত এই হ্রদ পর্যটকদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে। এই স্থানের হাওয়ায় এক অসাধারণ সুগন্ধ সকলকে আকর্ষিত করে। লদ্দাকের বৌদ্ধ মঠগুলি পৃথিবী বিখ্যাত। এর মধ্যে আছে হেমিস গুম্ফা, থিকসে গুম্ফা, দিস্কিত গুম্ফা, স্পিতুক গুম্ফা প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান যারা প্রাচীনত্ব ও ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

সিন্ধুনদের চারপাশের অপরিসীম নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্য, ট্রেকিং ও ক্যাম্পিং এর রোমাঞ্চ – সব মিলিয়ে বলা যায় কাশ্মীর ও লদ্দাখ ভারতের চিরস্থায়ী স্বর্গ-উদ্যান।

######

DO NOT COPY

অজপা জপ **শ্রী শম্ভু চট্টোপাধ্যায়**

শৈবাগমের দক্ষিণমূর্তি সংহিতায় মহাদেব মহাদেবীকে বলেছেন:
"এক বিংশতি সাহস্রং ষটশতাধিকমিশরি ।
উৎপত্তিশ্চ জপারম্ভ মৃত্যুস্তস্য নিবেদনম।"

অর্থাৎ, ঈশ্বরী! প্রাণী প্রত্যহই ২১৬০০ বার পরমশান্ত ঘনানন্দময়ী অজপা জপ করে চলেছে শ্বাসে প্রশ্বাসে। ঐ জপারম্ভেই দেববাসের আরম্ভ ও জপ নিবেদনেই অর্থাৎ জপাবসানেই দেববাসের অবস্থান।

পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে একজন সুস্থ মানুষ ২৪ ঘন্টায় (সারাদিন-রাতে) ২১৬০০ বার প্রশ্বাস গ্রহণ করেন এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২১৬০০ কে ১০০ দিয়ে ভাগ করলে হয় ২১৬। ২১৬ কে ২ দিয়ে ভাগ করলে হয় ১০৮। মেধস মুনি বৈশ্য সমাধিকে দুই বেলা ১০৮ বার করে দুর্গা মন্ত্র জপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে সামাধির ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিলো, হয়েছিল মোক্ষলাভও, কারণ তিনি এই জপকে শতগুণ বাড়িয়ে ২১৬০০ তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যখন প্রতিটি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ জড়িয়ে যাবে, তখন মানুষ জপ থেকে অজপায় পৌঁছে যাবে। ব্রহ্মজ্ঞান, মোক্ষলাভ তার করায়ত্ত হবে। সেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ১০৮ বার জপের মাধ্যমে। সেকারণেই ১০৮ সংখ্যাটি এত গুরুত্বপূর্ণ, এত শুভ।

অজপা অর্থ : ন=অ+জপ করা। অ(র্ম)-জপনীয় = যা জপ করার নয়। [যা অনায়াসে, আপনা হতে, প্রাণীদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারূপে জপ হয়]। স্বাভাবিক শ্বাস ক্রিয়া দ্বারা সাধ্য, 'হংসঃ'- এই মন্ত্র (শ্বাস গ্রহণ কালে হং এবং ত্যাগ কালে সঃ এই মন্ত্র স্বতঃই উচ্চারিত হয়।) হং বর্ণ পূরকে হয়, সঃ বরন রেচকে হয়। অহর্নিশি করে জপ হংস বলিয়ে। অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে।। (রামপ্রসাদ)। শাস্ত্রে অজপার সংখ্যা এই রকম নির্ধারণ করা হয়েছে – ৬০ শ্বাসে প্রাণ, ৬০ প্রাণে এক নাড়িকা, ৬০ নাড়িকা বা ২১৬০০ বার মানবের দিবারাত্রির শ্বাসক্রিয়া বা অজপা সংখ্যা। ইউরোপিয় চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে সুস্থদেহ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিবারাত্রির শ্বাস সংখ্যা প্রায় ৩৮৮৮০। অজপা হল প্রাণবায়ু, জীবন। বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়াল, পরে জায়ার সঙ্গে লীলাখেলায় অজপা ফুরায়ে গেলো। (রামপ্রসাদ)। অজপাকে তান্ত্রিকদের আরাধ্যা দেবী হিসাবেও বলা হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ২৪ ঘনতার মধ্যে প্রত্যেক জীবের ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে, অর্থাৎ ২১৬০০ বার উচ্ছ্বাস ও ২১৬০০ বার নিশ্বাসের ক্রিয়া চলে। স্বাস্থ্যের অবস্থা ভেদে, বয়ঃক্রম ভেদে, পরিশ্রমসাধ্য কার্যকরন ভেদে এই সংখ্যা গণনায় কখনও কিছুটা ইতর বিশেষ ঘটলেও, সাধারণত ৬ বার উচ্ছ্বাস ও ৬ বার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হিসাব করে যোগীরা দেখেছেন যে মাত্র এক পল সময় লাগে। ১০ বিপল সময়ে একবার উচ্ছ্বাস একবার নিঃশ্বাস হয়। ৬০ বিপলে বা এক পলে ৬ বার উচ্ছ্বাস সম্পন্ন হয়। ৬০ দণ্ডে অর্থাৎ এক অহোরাত্রে (দিন রাতে) ৩৬০ x ৬০ = ২১৬০০ বার এটি ঘটে।

যোগের পরিভাষায় : এক প্রাণ সময়ে ৬ উচ্ছ্বাস ও ৬ নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়। ৬০ প্রাণ বা এক নাড়িতে ৬০ x৬ = ৩৬০ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ৬০ নাড়িতে বা এক দিন রাতে ৩৬০ x ৬০ = ২১৬০০ বার এটি হয়।

DO NOT COPY

পাশ্চাত্য মতে : ৪ সেকেন্ডে এক উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়। ৬০ সেকেন্ডে ৬০ / ৪ = ১৫ বার হয়। ২৪ ঘন্টায় ৯০০ x ২৪ = ২১৬০০ বার হয়।

যোগশিখা উপনিষদ, ধ্যানবিন্দু উপনিষদ এবং শৈবাগমের অন্তর্গত নিরুত্তর তন্ত্রের চতুর্থ পটলে ঋষিগণ যা বলেছেন, তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।

অর্থাৎ প্রাণধর্মী জীব হকার উচ্চারণ করতে বাইরে যাচ্ছে এবং সকার উচ্চারণ করতে ভিতরে প্রবেশ করছে। এর অর্থ হল এই যে, তার নিশ্বাসে হকার এবং উচ্ছ্বাসে সকার ধ্বনিত হচ্ছে। মুল অর্থ : প্রতিটি জীবই জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, প্রতিনিয়ত হংসমন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। যে কোন বীজমন্ত্র বা নামজপে সাধককে সেই মন্ত্র সর্বদা স্মরণে রাখতে হয়। কিন্তু হন্দস মন্ত্রে স্মরণের কোন বালাই নেই। জাগ্রত বা নিদ্রিত যে কোন অবস্থায়, শ্বাস প্রশ্বাস চললেই তাতে স্বাভাবিক ভাবে হংস মন্ত্রের জপ হয়। এজন্য েকে অজপা জপ ও বলা হয়ে থাকে। “হংস” (অহংসঃ) “আমিই সেই”। এই বিদ্যা যোগীদের মুক্তিদায়িনী। এই অজপার প্রভাবে জীব সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। এর সমান বিদ্যা, এর সমান জপ, এর মত জ্ঞান আর হয়নি বা ভবিষ্যতেও হবে না। কুণ্ডলিনী সমুদ্ভূতা এই অপরূপ প্রাণরঞ্জিকা অজপা গায়ত্রী প্রাণবিদ্যা ও মহাবিদ্যা। অর্থাৎ জীব প্রাণ ও অপানের দ্বারা আকৃষ্ট। জীবাত্মা প্রাণ ও অপানের অধীন হয়ে অধঃ ও ঊর্ধ্বদিকে গমনাগমন করে। কারণ অধোমুখী অপানবায়ু ঊর্ধ্বমুখী প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং ঊর্ধমুখগামী প্রাণ অধোমুখী অপানকে আকর্ষণ করে। এই প্রাণ ও অপান উভয়ে যথাক্রমে ঊর্ধ্ব ও অধোমুখে সংস্থিতও। এই তত্বই যোগতত্ব।

বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তাভব পাশ নিকৃন্তনী।।

এই নিগুঢ় সাধন-কৌশল বলতে গিয়ে দক্ষিণামূর্তি স্বয়ং মাহেশ্বরীকে এই বিদ্যা সম্বন্ধে বলেছেন- হে দেবেশি! হংসবিদ্যা মন্ত্র জপকের বিনা জপে স্বাভাবিক ভাবে জপ হয়ে যাচ্ছে বলে এই সাধনার অপর নাম অজপা। এই সাধনে জিবের সংসারপাশহন্ত্রী। এই যোগরহস্যকে শিবযোগও বলা হয়ে থাকে।

মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথে ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে অতি সূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ী মূলাধার চক্র হতে মস্তিষ্ককোষের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দেদীপ্যমানা-

ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না চ সমাহিতা।
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোম সুর্যাগ্নি রূপিণী।।

এই ঘট বা দেহের মধ্যে যে শব্দ ঝঙ্কৃত হয় সদগুরুর কৃপায়, অর্থাৎ, জীবাত্মাকে সেই ধুনের ডুরি বা দিব্য শব্দধারার সাথে যুক্ত করলে তবেই সে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাবে।

জপ মরে, অজপা মরে, অন্হদ ভী মর যায়,
সুরত সমানি শব্দ মেঁ, তাঁহি কাল ন খায়।

######

DO NOT COPY

পার্থসারথি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা “গীতারত্ন” শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

শ্রীমতী সোমা ঘোষ, প্রচেতা, শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

শ্রীপ্রীতিকুমারের তিরোধানের পরে দীর্ঘ ৩৩ বছর পার্থসারথির সংসারকে আগলে রেখেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র কলেজের ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকট্রেস, এনসিসির প্রাক্তন মেজর, বিশিষ্টা পর্বতারোহিনী শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ।

সোমা তিন দশক ধরে পার্থসারথি পত্রিকার নীরব কর্মী। সংসারের সর্ববিধ কর্তব্য সামলে পত্রিকা প্রকাশ ও গ্রাহক- পাঠকদের কাছে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নানা কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে কর্মকুশলতার অধিকারে।

প্রচেতা শ্রীপ্রীতিকুমারের পৌত্রী। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা।

#####

DO NOT CO